ইত্তেফাক

তারিখ ... 9/7/83 ...
... 2 ... কলাম ... 1 ...

026

'দুই ধারার পাঠ্যক্রম'

বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করিয়া এস-এস-সি স্তরে অভিন্ন ও এক ধারার যে সিলেবাস প্রবর্তন করা হইয়াছিল, উহা রহিত করিয়া সরকার এবারে দুই ধারার একটি পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে যাহারা নবম শ্রেণীতে পড়িতেছে এবং ১৯৮৫ সালে এস-এস-সি পরীক্ষা দিবে, তাহাদের ক্ষেত্রেই এই পাঠ্যক্রম প্রযোজ্য হইবে। সরকারী এই নূতন ঘোষণায় বলা হয় যে, একধারার এই পাঠ্যক্রম শিক্ষক ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘোষণায় আরও বলা হয়, বর্তমান সরকারের আমলে নয়া পাঠ্যক্রম অনুসারে বিজ্ঞান পুস্তক লিখিয়া প্রাথমিক মূল্যায়নের পর ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে। গত এক বছরে প্রতি স্কুলে একজন করিয়া সারা দেশে ৮৫০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কিংবা সব স্কুলকে প্রয়োজনীয় সকল বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। আর এই সব দিক বিবেচনা করিয়াই সরকার দ্বি-ধারা পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করিয়াছেন।

সরকার প্রবর্তিত এই দ্বি-ধারার নব পাঠ্যক্রমের বিস্তৃত বিবরণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাহুল্যবোধে আমরা আর উহার উদ্ধৃতি দিলাম না। তবে যে পটভূমিকায় এই পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত ও ঘোষিত হইয়াছে, আমরা উহার বিশদ অবকাঠামো উপরে তুলিয়া ধরিয়াছি। শিক্ষা নিয়া আমরা ইহাই প্রথম লিখিতেছি না। আর শিক্ষা নিয়া দেশের বিদগ্ধ পণ্ডিতজন তথা সরকারী মহলও দীর্ঘদিন যাবৎ কম চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন না। দেখা গিয়াছে, সেই পাকিস্তান আমল হইতেই এদেশে বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হইয়াছে। সেগুলির রিপোর্টও যথারীতি প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু কোনটাই কার্যকর হয় নাই বা হইতে পারে নাই। আরও সত্য কথা, ইহার মুদ্দতে হড়-হাঙ্গামা, হৈ চৈ, গোলযোগ, বিক্ষোভ, মিছিল, লাঠিচার্জ এমনকি গোলাগুলীও কম হয় নাই। [illegible] কিন্তু কাজের কাজ যে শিক্ষা উন্নয়ন, সেই কাজটি কেবল [illegible] পিছাইয়া পড়িয়াছে। বাকী [illegible]

কার ম্যাট্রিক ও ইন্টারমেডিয়েট রূপ বদল করিয়া, অথবা ভোল পাল্টাইয়া এস-এস-সি ও এইচ-এস-সি হইয়াছে। একবার বহু-ধারার জয়গানে সর্বদিগন্ত মুখরিত করিয়া পরিশেষে একসুরে প্রত্যাবর্তনের মত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। এবং যথারীতি সেই এক উচ্চ স্বরগ্রামও পরিশেষে দ্বিধারায় অর্থাৎ কিনা উদারা ও মুদারায় পর্যবসিত হইয়া আমাদের শিক্ষা উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের বিজ্ঞতা, দক্ষতা, অদম্য কর্মসাধনা, নিষ্ঠা ও পূর্বাপর বিচার-বিবেচনার সুচারু ক্ষমতার সারগর্ভ পরিচয় তুলিয়া ধরিতেছে। বাক্যাংশের অন্তর্নিহিত শ্লেষ বর্জন করিয়া আমরা আপাততঃ আক্ষরিক অর্থেই কর্তৃপক্ষীয় মহলকে অভিনন্দন জানাইতেছি যে, এক বছর পরে হইলেও তাঁহারা অবশেষে নিচে নামিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবের মাটিতে পা দিয়াছেন। কর্তৃপক্ষীয় মহল আজ যে সব কারণে পাঠ্যক্রম বদলাইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, ওই সব কারণ আগেও ছিল। কিন্তু আমাদের বিদগ্ধ পণ্ডিত-আমলা-সুধীসমাজ ওই সব উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। "গড়ে হাঁটু জলের" নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণদের মতই তাই শেষ পর্যন্ত তাহাদের নাকানি-চুবানি খাইতে হইল। একটা বৎসর বৃথা গেল। সেই সাথে ব্যর্থ হইল ৮৮০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ এবং নয়া পাঠ্যক্রমের বিজ্ঞান পুস্তিকাসমূহ। আমরা জানি, আজ আর ওই সব ব্যর্থতার গ্লানি কেহই নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। একটুখানি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই যাহা দেখিতে পারা যাইত—(যেমন এক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ঝামেলা) একটুখানি বিচার-বুদ্ধি থাকিলে যাহা আগেই বুঝা যাইত (যেমন এক্ষেত্রে সকল স্কুল বিশেষতঃ প্রত্যন্ত এলাকায় বিজ্ঞান সরঞ্জামের অভাব ও স্কুলের রেজাল্ট খারাপ)—ইহা বুঝিতে আমাদের এক যুগ লাগিতেছে! অবশ্য আঠারো মাসে বছর ধরা হইলে এই হিসাবে আরও সময় আমাদের ভাগ্যে বরাদ্দ থাকিতে পারে। তবুও অন্য কিছু না হউক শিক্ষা, শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান [illegible] শিক্ষা উন্নয়ন, [illegible] ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যাপারে অন্ততঃ সরকারের [illegible] তথা বাস্তব [illegible] [illegible]